আজকের কাগজ

তারিখ ... 14 SEP 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

65

সম্পাদকীয়
আজকের কাগজ
আজকের কাগজ
আজকের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ বাহিনী?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস দমন, অস্ত্রধারী ও বহিরাগতের উৎপাত থেকে রক্ষার জন্যে ক্যাম্পাস পুলিশ বাহিনী গঠন জরুরি হয়ে পড়েছে বলে সরকারের উচ্চ মহলে নাকি চিন্তা-ভাবনা চলছে। এমন একটি সংবাদ গতকাল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ পুলিশ বাহিনীর প্রধান কে হবেন, উপাচার্য না উপ-উপাচার্য অথবা প্রক্টর সে সম্পর্কে অবশ্য প্রকাশিত সংবাদে কোনো ধারণা দেয়া হয়নি। এ সংবাদটি পাঠ করে ষাটের দশকের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো। সময়টা ছিলো জেনারেল আইয়ুব খানের মার্শাল'ল-এর প্রথম দিককার সময়, তদানীন্তন পাকিস্তান সামরিক সরকারের দৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো এক নম্বর 'ট্রাবল স্পট'। কারণ, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সামরিক স্বৈরাচার বা একনায়কত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সমাজ ছিলো অগ্রণী। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঠেঙ্গাতে না পারলে পাকিস্তানে সামরিক শাসন স্থায়ী করা যাবে না। জেনারেল আইয়ুব খান ময়মনসিংহের উকিল ও মুসলিম লীগ নেতা মোনায়েম খানকে পূর্বাহ্নে ফজলুল কাদির চৌধুরী, খান আবদুস সবুর খান, ওয়াহিদুজ্জামানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। মোনায়েম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হলো, পদাধিকার বলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও হলেন। কাজে যোগ দিয়েই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ মাহমুদ হোসেনকে ডেকে পাঠালেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইয়ুববিরোধী তৎপরতা দমনের নির্দেশ প্রদান করলেন। ডঃ মাহমুদ হোসেন প্রকাশ্য বিবৃতিতে জানালেন যে, তিনি একজন শিক্ষাবিদ, তিনি পুলিশের কাজ করতে পারবেন না। বলা বাহুল্য যে, ঐ সাহসী ব্যক্তিটি পদত্যাগ করে চলে গেলেন। ডঃ মাহমুদ হোসেনের স্থলে নিযুক্ত হলেন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওসমান গনি। যিনি কেবল পুলিশের কাজই করেননি, এনএসএফ নামক সন্ত্রাসী ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন।

প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ বাহিনীর জন্যে ডঃ ওসমান গনির মতো উপাচার্য প্রয়োজন হবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতেও তা পাওয়া অসম্ভব হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি যতোই বিপদ ও সমস্যাসংকুল হোক এ পদের জন্যে প্রার্থীর অভাব কখনও হয়নি, এখনও হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ বাহিনী গঠন করলেই কি ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের উৎপাত বন্ধ হবে? এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ যে, চুয়াত্তর থেকে বিরানব্বই সালের মধ্যে ১৮ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংঘাতে নিহত হয়েছেন মোট তেতাল্লিশ জন, তার মধ্যে ১৩ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর ৩০ জন বহিরাগত। আরো প্রকাশ যে, ঐসব সংঘর্ষে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও আওয়ামী ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ৬ জন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আত্মঘাতী সংঘাতে ৫ জন, আওয়ামী ছাত্রলীগের অন্তর্ঘাতী সংঘাতে ১৮ জন। জাসদ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী ছাত্রলীগের সংঘাতে ২ জন এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও জাসদ ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ২ জন মোট ৪৩ জন নিহত হন। অধুনালুপ্ত এরশাদের নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের হাতে নিহত হয়েছিলেন অধুনালুপ্ত জাতীয় ছাত্রলীগের একজন নেতা। ঐ সব আন্তঃদলীয় এবং অন্তর্দলীয় সংঘাত ও হত্যাকান্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলেও তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যাপার নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটছে তা দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রতিফলন মাত্র। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভেতরে ও বাইরে ক্ষমতার লড়াই চলছে, সে ঘোলা পানিতে এক অদৃশ্য শক্তি সাফল্যের সঙ্গে মৎস্য শিকার করছে দীর্ঘদিন যাবত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষমতালোভী দল ও মহল তাদের শক্তি পরীক্ষা ও শক্তি প্রদর্শনের 'ভেনু' বা প্রদর্শনী স্থল কিংবা 'রণাঙ্গন' হিসেবে ব্যবহার করছে। এই পরিস্থিতির শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারি সমাজ। এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ বাহিনী কেন আধা-সামরিক বা সামরিক বাহিনী গঠন করেও ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শক্তি পরীক্ষার স্থানরূপে ব্যবহার থেকে বিভিন্ন দল ও মহল বিরত থাকলে এবং তাদের বাহিনীগুলো অপসারণ করলেই কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারে।